ইসলাম প্রতিদিন

# নিত্যপাঠ-০৬

ইসলাম এন্ড লাইফ

ISLAM AND LIFE

ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা), ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
+88 01708 43 41 95,  +88 01818 64 65 75
info@ac.islamandlife.org, www.ac.islamandlife.org

# কুরআন

সূরা: কাফিরুন আয়াত: ০৬ অবতীর্ণ: মক্কা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿٢﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿٣﴾ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿٤﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আ'বুদ। ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাদতুম। ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়াল ইয়াদিন

অর্থ: ১. বলুন, হে কাফিররা! ২. 'আমি তার ইবাদাত করি না যার ইবাদাত তোমরা কর, ৩. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি, ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ। ৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী হবে না যাঁর ইবাদত আমি করি, ৬. তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার।

# হাদিস

কিতাব: রিয়াজুসসালিহিন  হাদিস নং: ৬৮৬

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَار وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: « دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থ: ১/৬৮৬। ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, “তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।” (বুখারী ও মুসলিম)

# ফিকাহ

কিতাব: আহকামে জিন্দেগী অধ্যায় : নাপাকীর বর্ণনা বিষয়: নাপাকীর হুকুম

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো তরল, যেমন রক্ত পেশাব ইত্যাদি, তা এক দেরহাম ( গোলকৃত ভাবে একটা কাঁচা টাকা অর্থাৎ হাতের তালুর নিচে স্থান পরিমাণ সমান) পর্যন্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে মাফ আছে অর্থাৎ তা না ধুয়ে নামাজ পড়লে হয়ে যাবে, তবে বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় এরূপ করা মাকরুহ। আর এক দেরহামের বেশি পরিমাণে হলে তা মাফ নয় অর্থাৎ, তা পাক না করে নামাজ পড়া জায়েয নয়।

* নাজাছাতে খফীফা শরীরে বা কাপড়ে লাগলে যে অঙ্গে লেগেছে তার চার ভাগের এক ভাগের কম হলে মাফ, আর পূর্ণ চার ভাগের একভাগ বা আরও বেশি হলে মাফ নয়। জামার হাতা, কলি, কাপড়ের আঁচল, পায়জামার দুই মুহরীর প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বলে গণ্য হবে।

* নাজাছাত কম হোক বা বেশী হোক পানিতে পড়লে সেই পানি নাজাছাত বা নাপাক হয়ে যাবে- নাজাছাতে খফীফা পড়লে খফীফা হবে, নাজাছাতে গলিজা পড়লে গলিজা হবে।